23/8/2000

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ...

গ্রেডিং সিস্টেমে চতুর্থ বিষয় ॥ নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা বিপাকে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

গ্রেডিং সিস্টেমে চতুর্থ বিষয়ের নম্বর যোগ না হবার নিয়ম থাকায় নবম ও দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা বিপাকে পড়েছে। তারা ইতোমধ্যে অধিক নম্বর ওঠে এমন বিষয় ফোর্থ সাবজেক্ট বা চতুর্থ বিষয় হিসাবে পছন্দ করেছে। কিন্তু চতুর্থ বিষয়ের নম্বর এসএসসির মোট নম্বরের সঙ্গে যোগ হবে না বলে ঘোষণা আসায় তারা হতাশ হয়ে পড়েছে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা গ্রেডিং সিস্টেমকে স্বাগত জানালেও তাদের দাবি চতুর্থ বিষয় পরিবর্তনের সুযোগ দেয়া।

এসএসসি পরীক্ষায় ডিভিশন পাবার ক্ষেত্রে চতুর্থ বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিল। এক শ' নম্বরের মধ্যে চল্লিশের বেশি পেলে অতিরিক্ত নম্বর মোট নম্বরের সঙ্গে যোগ হতো এবং তাতে সামগ্রিক ফলে প্রভাব পড়ত। কিন্তু লেটার গ্রেডিং সিস্টেমে চতুর্থ বিষয়ের অতিরিক্ত নম্বর যোগ করার সুযোগ নেই। তাই বেশি নম্বর ওঠে এমন বিষয় যারা ফোর্থ সাবজেক্ট হিসাবে ইতোমধ্যে নির্বাচন করেছে তারা বিষয়টি পরিবর্তনের সুযোগ চাচ্ছে। শিক্ষা বোর্ডগুলোর সিদ্ধান্ত ছাড়া এই মুহূর্তে নবম ও দশম শ্রেণীতে বিষয় পরিবর্তনের সুযোগ নেই। রাজধানীর একজন অভিভাবিকা হামিদা বানু মমতাজ জনকণ্ঠকে বলেন, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত চিন্তা করে শিক্ষা বোর্ডের উচিত চতুর্থ বিষয় পরিবর্তনের সুযোগ দেয়া। কারণ তারা যখন এই বিষয় নিয়েছিল তখন জানত না যে গ্রেডিং সিস্টেম চালু হবে।

এদিকে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, চতুর্থ বিষয়ের নম্বর ফলাফলে কোন প্রভাব না ফেললেও মূল্যায়নপত্রে বিষয়টির নাম ও প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্ট উল্লেখ থাকবে। তা ছাড়া অতিরিক্ত বিষয় পড়া থাকলে ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষায় কাজে লাগবে। ধরা যাক, সায়েন্সের কোন ছাত্র যদি একই সাথে বুয়েট বা মেডিক্যালে পড়ার সুযোগ হাতে রাখতে চায় তাহলে পদার্থ ও রসায়নের পাশাপাশি উচ্চতর গণিত রাখতে হবে। কিন্তু চতুর্থ বিষয় বাদ রাখা হলে যে কোন একটি হাতছাড়া হবে। তাই মেধাবীদের অবশ্যই চতুর্থ বিষয় নেয়া দরকার।